ইনকিলাব

তারিখ ... 13. 0- APR- 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইনকিলাব : কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের একটি মুহূর্ত। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন প্রক্টর

আহত ১০ : প্রক্টরসহ কয়েকজন শিক্ষক নাজেহাল

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

মোবারক হোসেন ও সাদিক মামুন কুমিল্লা থেকে : কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে মাসুম, চিশতি ও হাসানকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নাজেহাল করা হয়েছে প্রক্টরসহ কয়েকজন শিক্ষককে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ৫ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। এদিকে আহত ৩ ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের গাড়ীতে করে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হলে এখানে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ তাতে বাধা দেয় এবং ধাওয়া করে। এসময় ছাত্রলীগ কর্মীরা গাড়ীটি ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। আহতদের নিয়ে আসা শিক্ষকরা তাদের কুমিল্লা সিএমএইচএ নিয়ে যান। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের ভর্তি হয়নি। তবে তাদের ভর্তি করা না হলে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ পৃঃ ১৫ কঃ ৪

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বুধবার বিকেলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষ যখন সংবাদ সম্মেলনে ব্যস্ত এ সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ সমর্থিত ৩য় বর্ষের কয়েকজন ছাত্রের মাঝে কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। ছাত্রলীগের ২টি গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরুর এক পর্যায়ে সাংবাদিক সম্মেলনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মোঃ আবু জাফরসহ কয়েকজন শিক্ষক সংঘর্ষ থামাতে এলে তারা নিজেরাই নাজেহাল হন। ছাত্রলীগের ২টি গ্রুপ লাঠিসোঁটা নিয়ে পরস্পরকে হামলা চালাতে থাকে। এসময় উভয় গ্রুপের হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনায় ১০ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। বিকেল ৬টা পর্যন্ত ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ হলে শহর থেকে ৩ প্লাটুন পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পরপরই ছাত্রলীগের বহিরাগত একটি গ্রুপ ক্যাম্পাসের বাহিরে অবস্থান নেয়। পুলিশ ছাত্রলীগের শহর গ্রুপ হিসেবে পরিচিতদের বাসে উঠিয়ে নিরাপদে শহরে পৌঁছে দেয়। জানা যায়, ছুরিকাঘাতে মাসুমসহ ৩ জন আহত হয়, অপররা লাঠির আঘাতে আহত হয়। আহত মাসুম, হাসান এবং মাহিকে প্রথমে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলেও আওয়ামী লীগের সিনিয়র ২ নেতার নির্দেশে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের গাড়ী দিয়ে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ছাত্রলীগের অপরাংশের কর্মীরা তাদের ধাওয়া করে গাড়ী ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। জানা যায়, এ সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দলীয় কয়েকজন সংসদ সদস্যের সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এক জরুরী সভায় আগামী ৫ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ বাতিলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের মধ্যে কয়েকদিন যাবৎ উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ প্রেক্ষাপটে কর্তৃপক্ষ গত মঙ্গলবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার মিছিল-মিটিং সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।

ভিসির সংবাদ সম্মেলন

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত সকল এমপিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমন্ত্রণপত্রে স্থানীয় এমপির নাম না থাকার কারণে কিছু লোক নবীনবরণ অনুষ্ঠান বাতিলের অনুরোধ করে। সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করেই নবীনবরণ স্থগিত রাখা হয়। গতকাল বিকেলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এ এইচ এম জেহাদুল করীম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। ভিসি আরো বলেন, ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তি, নবীনবরণ অনুষ্ঠানসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ভিসি। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান, ট্রেজারার গোপাল চন্দ্র সেনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. জেহাদুল করিম বলেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষককে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল কম্পিউটার সায়েন্স, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজী বিভাগের কাজী জাহিদুর রহমানকে। মূলত তিনি প্রথম সিলেকশন কমিটিতেই নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যায়ের সহকারী রেজিস্ট্রার শা'ফকুল ইসলামের দুরভিসন্ধিমূলক কাজের জন্য ঐ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে হয়েছিল বিধায় কাজী জাহিদুর রহমান স্বল্প সময়ের জন্য খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে এখানে নিয়োজিত ছিলেন। ভিসি তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলো বাধাগ্রস্ত করতে স্বার্থান্বেষী মহল বিশ্ববিদ্যালয়টির মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।